মুজিবনগরে দাড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার হাতে নিজ দলের কর্মী রক্তাক্ত জখম

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই যুবককে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মজনু রহমানের ছেলে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে কয়েকজন মিলে দাড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার অভিযোগে মাদার আলীর ছেলে আকুব্বার ও ইউনুচ আলীর ছেলে বাবলুকে বেধড়ক মারধর করে।

মারধরের একপর্যায়ে বাবলুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি রক্তাক্ত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত বাবলু জানান, তাদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এবারের নির্বাচনে দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের মুজিবনগর উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র নেতা মজনু রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন মজনু, দেলোয়ার (পিতা: মজনু), ইজরাল (পিতা: মৃত গলি), হিরন (পিতা: আমজাদ), রাকিব (পিতা: দেলোয়ার), ভাষান (পিতা: মৃত দাউদ), হাসান (পিতা: আমজাদ) ও মনি (পিতা: আদম)।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পূর্বের একটি তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে আকুব্বার নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা কাটাকাটির

সময় বাবলু নিজে থেকে মাঝখানে জড়িয়ে পড়লে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার করা হচ্ছে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান বলেছেন, পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, আমাদের বোনেরা কোরআন হাতে শপথ দিচ্ছে। এ দেশের জনতা কি এসব বিশ্বাস করবে?

তিনি বলেন, এ দেশের জনতা অবস্থান নিয়েছে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে, টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে। আগামী ১২ তারিখে জনগণ প্রমাণ করে দেবে আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে।

সোমবার বিকেল ৪টার দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা জামায়াতের আমির আরও বলেন, ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের পর্যন্ত মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমরা এটিকে একটি ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করছি। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এবং কে কীভাবে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দখলদারিত্ব করতে চায় তা ক্যামেরার মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা যেত। আপনারা যদি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন চান, তাহলে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ দিতে হবে।

বিশাল এই নির্বাচনী গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা,

পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন ও পিঠা উৎসব

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার সকালে সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ, কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান এবং সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন।

কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশিদ বলেন, ‘প্রবর্তনায় লেখার মাধ্যমে আজ এক আতুর ঘরে জন্ম হলো এক কবির। তিনি হয়তো নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না আমাকে দিয়ে আবার হবে কি না। তবু হবে। আমি চাই সেই স্বপ্নটুকু তাদের ভেতরে বুনে দিতে এই বিশ্বাস যে, হবে। ‘প্রবর্তনা’ সেই আত্মবিশ্বাসটাই যেন তাদের মনে রচনা করে।’

কবি ও গবেষক ড. গাজী রহমান বলেন, ‘যারা পড়াশোনার সঙ্গে থাকে, গবেষণার সঙ্গে থাকে, আর লেখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখে, তারা আনন্দে থাকার চেষ্টা করে এবং আনন্দ খুঁজে পায়। আনন্দ ও দুঃখ আসলে এক বিশেষ অনুভূতির স্তর, সেই স্তরে পৌঁছাতে না পারলে না আনন্দ স্পষ্ট হয়, না দুঃখের গভীরতা ধরা দেয়। এই পথচলারই এক অনুপ্রেরণার নাম ‘প্রবর্তনা’। প্রবর্তনার মত সৃষ্টিশীল কাজগুলো শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎ খুলে দেয়, লেখার সাহস জোগায়, আর

অনুসন্ধিৎসু মনকে গবেষণার দিকে এগিয়ে নেয়।’

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘প্রবর্তনা’ উপলব্ধির পথ দেখায়। এটি শিক্ষার্থীদের ভাবনা, স্বপ্ন আর সৃজনশীলতাকে প্রকাশের সাহস দেয় এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগায়।’

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও ‘প্রবর্তনা’র আহ্বায়ক কাজী আশরাফুল হক। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক একরামুল হাসান লোটাস, ‘প্রবর্তনা’র সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক রূপালী বিশ্বাস, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা শেষে মেহেরপুর সরকারি মহিলা করেজের প্রকাশিত বার্ষিকী ‘প্রবর্তনা’র মোড়ক উন্মোচন করা হয় । পরে অতিথিবৃন্দ পিঠা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। পিঠা উৎসবে ১০টি স্টলে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা প্রদর্শিত হয়। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

উল্লেখ্য, ‘প্রবর্তনা’য় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল লেখা স্থান পেয়েছে।

মেহেরপুরে ডাকাত দলের আক্রমণ, দুই নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের পিটিআই ও নতুনগ্রামের মাঝামাঝি স্থানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হামলায় শিশু সহ ৫ জন আহত হয়েছে।

আহতরা হলো-আব্দুর রশিদ (৩০), সোহানি জামান (২৭), উবসন (৪০), ৩ বছরের শিশু আয়ান ও অটোচালক রাজা মিয়া (৩৭)। আহতদের মধ্যে ২জন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বাকীরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। বুধবার দিনগত রাত

১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা জানায়, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রাম থেকে রাতে আব্দুর রশিদের স্ত্রী সোহানি জামানকে নিয়ে অটোরিক্সাতে করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আসছিল পরিবারের সদস্যরা। রাস্তায় আসার সময় পিটিআই ও নতুনগ্রামের মাঝামাঝি স্থানে এসে পৌছালে সেখানে এক দল ডাকাত রাস্তায় গাছ ফেলে অটোরিকশার গতি রোধ করে।

পরে অটোরিক্সাতে থাকা সকলকে মারধর করে মহিলাদের কাছে থেকে কানের দুল, ২টা মোবাইল এবং নগদ কিছু টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং আটোচালক ও আরো একজন রোগির স্বজনকে মারধর করে যখম করে।

এসময় মুজিবনগর থেকে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আসা জে আর পরিবহনের একটি বাস তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত আব্দুর রশিদ ও অটোরিক্সা চালক রাজা মিয়া বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছে।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবি জানান এ ঘটনায় পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও

হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা

করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

দামুড়হুদায় পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির আওতায় স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য ‘পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমতারা খাতুন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আসিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা হলে তাদের শেখার আগ্রহ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. কমলাকান্ত পাল।

কেউ বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি

দেখতে পাবা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে দলের নারী শাখার প্রচার কার্যক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিএনপি’র বাধা দেওয়ার ইঙ্গিত করে ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।

তিনি বলেছেন, ‘দিশেহারা কেউ কেউ জনগণের ভোটে পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১১ দলের পক্ষে যে-সব মা-বোনেরা নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে যাচ্ছেন, তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করছে, অভদ্র আচরণ করছে। আমাদের নতুন করে সুড়সুড়ি দিও না, আমাদের পরীক্ষা করার কিছুই নেই। জামায়াতের কর্মীরা এক আল্লাহ ছাড়া, হিমালয়ের সামনেও মাথানত করে না। আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। সুতরাং বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।’

চুয়াডাঙ্গায় গতকাল সোমবার এক নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এদিন বিকেল ৫টার দিকে শহরের টাউন ফুটবল মাঠে আয়োজিত এ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত হলে জনপ্রতিনিধি ও তাঁর স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যে-সব জনপ্রতিনিধি জয়ী হবেন, তাঁরা কখনো সম্পদের পাহাড় বানাবে না। তাঁদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে না। প্রতিবছরে তাঁদের এবং স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে।’

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজের হাতকে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়তে চান জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, ‘আজকের যুবসমাজ সেই বস্তাপচা রাজনীতি দেখতে চায় না। ৫৪ বছরে যে রাজনীতি বাংলাদেশকে অন্ধকার গলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অন্য রাষ্ট্রকে তাঁবেদারি করেছে সেই রাজনীতি আমরাও চাই না।’

জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন, দলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিগবাতুল্লাহ্, জাপা’র মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা ফারুক এহসান, এবি পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল

মামুনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

মেহেরপুরে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পুলিশ, ট্রাফিক বিভাগের আয়োজনে আজ শনিবার সকালে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায়

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মহোদয় ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহন চালানোর সময় সতর্কতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গাড়ি পরিচালনার জন্য ড্রাইভারদের প্রতি আহ্বান জানান। দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিকল্প নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন টিআই (প্রশাসন) আব্দুল হান্নানসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পরিবহন খাতের মোটর শ্রমিক ড্রাইভারগণ।

কর্মশালায় ড্রাইভারদের নিরাপদ ড্রাইভিং, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা এবং যাত্রীসেবায় পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় বারের মতো জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক (কারিগরি) রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৪ এ মেহেরপুর জেলায় কারিগরি শাখায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল ।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটস এর রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটস এর সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে করেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপ এর ইউনিট লিডার। তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয় এ শিক্ষক ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, ২০২২ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৪ সালেও তিনি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি কলেজের বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে একজন ভাল উপস্থাপক হিসেবে ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের আয়োজনে জেলার জনপ্রিয় শিক্ষা বিষয়ক সাপ্তাহিক লাইভ অনুষ্ঠান শিক্ষা ভাবনার একজন উপস্থাপক। তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক।

জাতীয় দিবস ছাড়াও যে কোন অনুষ্ঠানে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে ও তিনি কাজ করে থাকেন। শিক্ষকতার বাইরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও রোভারিং নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। তিনি যৌথভাবে এইচএসসি (বিএম) এর হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-২ (দ্বিতীয় পত্র) বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

রফিকুল আলম বকুল আইসিটি জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, বগুড়া থেকে আইসিটির উপর একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া তিনি ব্যানবেইস এর অধীনে ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের

একজন সদস্য। এটুআই আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে আইসিটির বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিশোরের ডাক এর উপদেষ্টা, কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব এর মেহেরপুর জেলা প্রেসিডেন্ট ও ২০২৬ সালের ডিস্ট্রিক্ট -৬ এর গভর্নর। জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বসুন্ধরা শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলার সভাপতি তিনি। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এর সংগঠন পিস ফ্যাসিলিটিটর গ্রুপ (পিএসজি) গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । ব্যক্তিগত জীবনে তার ওয়াইফ গাংনীর চৌগাছা পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এক ছেলে ও মেয়ে সন্তানের জনক তিনি। অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী এ শিক্ষক জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় সহকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে। জনাব রফিকুল আলম বকুল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহুর কাছে শুকরিয়া জানান।

এছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি এবং জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ এ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং পরিবারের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। পাশাপাশি সকলের দোয়া কামনা করেছেন তিনি। রফিকুল আলম বকুলের প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহ আল জামী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের১০-ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী ও কন্যা সন্তান সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫-ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। অত্র কলেজ থেকে কারিগরি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ শাহী উদ্দীন ও কারিগরি কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার স্নিগ্ধা।